কলকাতা উচ্চ আদালত
দেওয়ানি আবেদন এখতিয়ার
(আপিল বিভাগ)

২০২৩-এর এম. এ. টি. ৮৮০
পাঠক ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশন এবং আরেকজন
বনাম
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এবং অন্যান্যরা
+
২০২৩-এর এম. এ. টি. ৮৭৮
পাঠক ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশন এবং আরেকজন
বনাম
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এবং অন্যান্যরা
সহ
আই. এ নং সিএএন /১/২০২৩

উপস্থিতঃ **মাননীয় বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়**
এবং
মাননীয় বিচারপতি অপূর্ব সিনহা রায়

আপিলকারীদের জন্যঃ শ্রী জয়ন্ত কুমার মিত্র, বরিষ্ঠ উকিল
শ্রী রণজিৎ চ্যাটার্জি, উকিল
শ্রী অনিরুদ্ধ মিত্র, উকিল

কে. এম. সি-র জন্যঃ শ্রী বিশ্বজিৎ মুখার্জি, উকিল
শ্রী গোপাল চন্দ্র দাস, উকিল

রাজ্যের জন্য (এমএটিঃ ২০২৩ সালের ৮৭৮) শ্রী জহরলাল দে, উকিল
শ্রী রুদ্রানিল দে, উকিল

উত্তরদাতার নং ৬ পক্ষেঃ শ্রীমতী নোয়েল ব্যানার্জি, উকিল
শ্রী ঋতোবন সরকার, উকিল
শ্রী বিবেক মুরারকা, উকিল
শ্রীমতী শ্রেয়া ঘোষ দস্তিদার, উকিল
শ্রী মৈনাক বিশ্বাস, উকিল
শ্রীমতী সাক্ষী ঝা, উকিল

উত্তরদাতা নং ৭-এর জন্যঃ শ্রী বিশ্বরূপ ভট্টাচার্য, উকিল

উত্তরদাতার নং ৮ এর জন্যঃ শ্রী শ্রীজিব চক্রবর্তী, উকিল

বিচারঃ ২৩.১১.২০২৩

বিচারপতি অরিজিৎ ব্যানার্জি: -

১. এই দুটি আপিল ১১ মে, ২০২৩ তারিখের একটি সাধারণ রায় এবং আদেশের বিরুদ্ধে পরিচালিত, যেখানে দুটি রিট পিটিশন, W.P.A. 11199, 2023 সালের এবং WPA 10017 , 2023 সালের , এই আদালতের একজন বিজ্ঞ বিচারক খারিজ করে দিয়েছেন।

২. মামলার গুরুত্বপূর্ণ তথ্য, সংক্ষেপে বলা হয়েছে, নিম্নরূপ।

৩. কলকাতা পৌর কর্পোরেশন (সংক্ষেপে "KMC") তাদের অনুমোদিত এজেন্টদের দ্বারা প্রমাণিত এবং স্বনামধন্য নির্মাতাদের কাছ থেকে তরল ক্লোরিন সরবরাহ এবং সরবরাহের জন্য একটি টেন্ডার আহ্বান করেছিল। দরপত্রটি ২০২৩-২৪ আর্থিক বছরের জন্য ছিল। আনুমানিক টেন্ডার মূল্য ছিল ৪,২২,৫০,১৫৮/- টাকা। দরপত্রে অংশগ্রহণের জন্য যোগ্যতার মানদণ্ড নিম্নরূপ উল্লেখ করা হয়েছে:-

“৪. দরপত্রে অংশগ্রহণের জন্য যোগ্যতার মানদণ্ড

সকল ইচ্ছুক দরদাতাদের তরল ক্লোরিনের দরপত্রের উদ্দেশ্যে যোগ্যতার মানদণ্ড পূরণ করতে হবে। অংশগ্রহণকারী দরপত্রদাতাদের মধ্যে কেউ যদি নীচে উল্লিখিত যেকোনো শর্ত পূরণে ব্যর্থ হন, তাহলে নির্দিষ্ট দরপত্রটিকে অনানুষ্ঠানিক/অ-প্রতিক্রিয়াশীল ঘোষণা করা হবে।

I) দরপত্রদাতাকে ভারত সরকারের আইটি বিভাগ কর্তৃক জারি করা বৈধ প্যান, GST আইন, ২০১৭ এর অধীনে বৈধ ১৫-সংখ্যার পণ্য ও পরিষেবা করদাতা সনাক্তকরণ নম্বর (GSTIN), সর্বশেষ পেশাদার কর রিটার্নের কপি এবং সার্টিফিকেট দেখাতে হবে। যাদের ইউনিট কলকাতা পৌরসংস্থার আওতাধীন তাদের জন্য ট্রেড লাইসেন্স বাধ্যতামূলক হবে।

II) ক) দরপত্রদাতাদের দরপত্র বিজ্ঞপ্তি জারির তারিখের ৫ (পাঁচ) বছর আগে দরপত্রের জন্য আনুমানিক পরিমাণের ন্যূনতম ৪০% (চল্লিশ শতাংশ) মূল্যের একই ধরণের সম্পন্ন কাজের প্রমাণপত্র দেখাতে হবে;

অথবা,

খ) দরপত্রদাতাদের দরপত্র বিজ্ঞপ্তি জারির তারিখের ৫ (পাঁচ) বছর আগে দরপত্রের জন্য আনুমানিক পরিমাণের ন্যূনতম ৩০% (ত্রিশ শতাংশ) মূল্যের ২ (দুই) ধরণের সম্পন্ন কাজের প্রমাণপত্র দেখাতে হবে;

অথবা,

গ) আগ্রহী দরদাতাদের একই ধরণের একটি চলমান কাজের প্রমাণপত্র উপস্থাপন করতে হবে যা ৮০% (আশি শতাংশ) বা তার বেশি সম্পন্ন হয়েছে এবং যার মূল্য (ক) উপরে বর্ণিত কাঙ্ক্ষিত মূল্যের চেয়ে কম নয়;

চলমান কাজের ক্ষেত্রে, কেবলমাত্র সেইসব দরপত্রদাতা যারা সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীর কাছ থেকে সন্তোষজনক চলমান কাজের সার্টিফিকেট জমা দেবেন, অথবা

সমতুল্য যোগ্য কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে সন্তোষজনক চলমান কাজের সার্টিফিকেট জমা দেবেন। প্রয়োজনীয় শংসাপত্রে এটি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা উচিত যে কাজটি সন্তোষজনকভাবে চলছে এবং এটিও যে নির্বাহকারী সংস্থা, অর্থাৎ, দরপত্রদাতার বিরুদ্ধে কোনও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

- কাজের অনুরূপ প্রকৃতির মধ্যে যে কোনও উপকরণের সরবরাহ অন্তর্ভুক্ত।
- একটি একক দরপত্র থেকে জারি করা সম্পূর্ণ কাজ-সম্পন্ন একক বা একাধিক ক্রয় আদেশ।
- পেমেন্ট সার্টিফিকেটকে শংসাপত্র হিসাবে বিবেচনা করা হবে না;
- রাজ্য/কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য/কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগ, কেন্দ্রীয়/রাজ্য সংবিধির অধীনে গঠিত সংবিধিবদ্ধ/স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলির নির্বাহী প্রকৌশলী বা সমতুল্য বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ দ্বারা জারি করা শংসাপত্র, সম্পূর্ণ/চলমান কাজের সম্পাদিত মূল্যের উপর শংসাপত্র হিসাবে নেওয়া হবে।
- দরপত্র খোলার সময় দরদাতাদের বৈধ বিস্ফোরক লাইসেন্স থাকা উচিত, এল১ দরদাতাকে সেই প্রস্তুতকারকের কাছ থেকে অনুমোদনের শংসাপত্র জমা দিতে হবে যার উপাদান এটি সরবরাহ করতে চলেছে।
- যদি এল১ দরদাতা সাত দিনের মধ্যে প্রস্তুতকারকের কাছ থেকে অনুমোদন শংসাপত্র জমা দিতে ব্যর্থ হন, তবে এল১ দরদাতার ই. এম. ডি বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং ৩ বছর পর্যন্ত ভবিষ্যতের সমস্ত দরপত্রে অংশগ্রহণ করা থেকে নিষিদ্ধ করা হবে।”

৪. দরপত্র আহ্বানের নোটিশে (সংক্ষেপে এনআইটি) একটি প্রাক-দরপত্র বৈঠকের কথা উল্লেখ করা হয়েছে যা যে কোনও আগ্রহী পক্ষের কোনও প্রশ্ন থাকে বা কোনও তথ্য প্রয়োজন হয়, উপস্থিত থাকতে পারে।

৫. তিনটি পক্ষ, অর্থাৎ ইউনিভার্সাল মিনারেল কর্পোরেশন (সংক্ষেপে ইউনিভার্সাল), ঋষিকেশ চেম (সংক্ষেপে ঋষিকেশ) এবং এসএসএস এন্টারপ্রাইজ (সংক্ষেপে এসএসএস) দরপত্র প্রক্রিয়ায় অংশ নিয়েছিল। আবেদনকারীরা কোনও দরপত্র দেয়নি। ইউনিভার্সাল এল১ দরদাতা হিসাবে আবির্ভূত হয়েছিল। সেই পর্যায়ে ঋষিকেশ দরপত্র প্রক্রিয়াকে চ্যালেঞ্জ করে ২০২৩ সালের ডব্লিউপিএ ৯২৫৯ দাখিল করে একজন জ্ঞানী একক বিচারকের কাছে যান। বিজ্ঞ বিচারক ২০২৩ সালের ২৪শে এপ্রিল একটি রায় ও আদেশের মাধ্যমে রিট পিটিশন খারিজ করে দেন। ঋষিকেশ ২০২৩ সালের এমএটি ৭২২ দাখিল করে আপিলে এই আদেশ জারি করেন। ২০২৩ সালের ১লা মে একটি রায় ও আদেশের মাধ্যমে এই ডিভিশন বেঞ্চ আপিল খারিজ করে দেয়

৬. এরপরে কেএমসি ইউনিভার্সালের পক্ষে কর্ম আদেশ জারি করে। ইউনিভার্সালের পক্ষে ওয়ার্ক অর্ডার জারি করার পরে, আবেদনকারীরা এখানে পণ্ডিত একক বিচারকের কাছে গিয়ে বর্তমান রিট পিটিশনগুলি দায়ের করে একই দরপত্র প্রক্রিয়াটিকে চ্যালেঞ্জ করে যা ঋষিকেশ ব্যর্থভাবে চ্যালেঞ্জ করেছিল। বিজ্ঞ বিচারক এসব আপিলের রায় ও আদেশের মাধ্যমে দুটি রিট আবেদন খারিজ করে দেন। তাই এই দুটি আপিল।

৭. আবেদনকারীদের পক্ষে উপস্থিত হয়ে প্রবীণ আইনজীবী জয়ন্ত কুমার মিত্র বলেন যে, ৩ জন অংশগ্রহণকারীর মধ্যে কেউই প্রযুক্তিগত দরপত্রের পর্যায়ে যোগ্যতা অর্জন করেননি। তাদের মধ্যে দু 'জন বিধিবদ্ধ নথি জমা না দেওয়ার জন্য যোগ্যতা অর্জন করেননি। তিনি অর্থ বিভাগের একটি প্রজ্ঞাপনের কথা উল্লেখ করেন যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার তারিখ ২৪শে এপ্রিল, ২০১৪, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, এই মর্মে যে

দুটি দরপত্র ব্যবস্থার অধীনে দরপত্রের ক্ষেত্রে, যদি দরপত্রদাতা/দরদাতাদের সংখ্যা প্রযুক্তিগত নিলামে যোগ্যতা অর্জন ৩-এর কম, নতুন দরপত্র আহ্বান করা উচিত।

৮. স্থগিতাদেশের ১৪১ পৃষ্ঠায় একটি তুলনামূলক চার্ট উল্লেখ করে শ্রী মিত্র বিভিন্ন নথিগুলি নির্দেশ করার চেষ্টা করেছিলেন যা দরদাতারা জমা দেননি। তিনি দাখিল করেছেন যে এগুলি সংবিধিবদ্ধ নথি এবং NIT-এর একটি ধারার প্রয়োজন ছিল যদি প্রয়োজনীয় বিধিবদ্ধ নথি জমা না দেওয়া হয় তবে একটি বিড প্রত্যাখ্যান করতে হবে।

৯. শ্রী মিত্র অবশেষে জমা দিয়েছেন যে যদি আপীলকারীরা জানতেন যে কেএমসি এনআইটির শর্তগুলি শিথিল করবে, তাহলে আবেদনকারীরা অংশগ্রহণ করতে পারত তাই ভারতের সংবিধানের ১৪ অনুচ্ছেদের লঙ্ঘন হয়েছে।

১০. শিক্ষিত প্রবীণ কৌঁসুলি সুপ্রিম কোর্টের নিম্নলিখিত ৩টি সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করেছিলেন যে পরিস্থিতিতে আদালত একটি দরপত্র প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপ করতে পারেঃ-

(i) মোনার্ক ইনফ্রাস্ট্রাকচার **(**পি**)** লিমিটেড বনাম কমিশনার, উল্লাসনগর কর্পোরেশন এবং অন্যান্য, **(**২০০০) ৫ এস. সি. সি ২৮৭-এ রিপোর্ট করা হয়েছে।

(ii) ডব্লিউ. বি. রাজ্য বিদ্যুৎ বোর্ড বনাম প্যাটেল ইঞ্জিনিয়ারিং কোং লিমিটেড **&**অন্যান্য, **(**২০০১) ২ এসসিসি ৪৫১-এ রিপোর্ট করা হয়েছে।

(iii) রমনা দয়ারাম শেট্টি বনাম আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর অথরিটি অফ ইন্ডিয়া এবং ও অন্যান্য **(**১৯৭৯) ৩ এস. সি. সি. ৪৮৯-এ রিপোর্ট করা হয়েছে।

১১. কে. এম. সি-র পক্ষে উপস্থিত হয়ে বিজ্ঞ আইনজীবী শ্রী বিশ্বজিৎ মুখার্জি বলেন যে দরপত্র প্রক্রিয়ায় কোনও অনিয়ম হয়নি।

আপিলকারীদের যুক্তি যে SSS-এর বৈধ ট্রেড লাইসেন্স ছিল না, তা সঠিক নয়। দরপত্র খোলার তারিখ অনুসারে, শ্রীরামপুর পৌরসভা কর্তৃক প্রদত্ত SSS-এর ট্রেড লাইসেন্স বৈধ ছিল।

১২. বিজ্ঞ আইনজীবী আরও বলেন যে, ঋষিকেশ টেন্ডার প্রক্রিয়াকে ব্যর্থভাবে চ্যালেঞ্জ করার পর বর্তমান আপিলকারীদের SSS এবং ঋষিকেশ দ্বারা স্থাপন করা হয়েছে।

১৩. শ্রী মুখার্জি দাখিল করেন যে আপিলকারীদের রিট পিটিশন বহাল রাখার কোনও অধিকার নেই। এই প্রসঙ্গে বিজ্ঞ আইনজীবী নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তগুলির উপর নির্ভর করেছেন:-

(i) সুবীর ঘোষ বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ও অন্যান্যরা ২০২০ এস. সি. সি অনলাইন ক্যাল ২২১৩, রিপোর্ট করা হয়েছে।

(ii) মহালক্ষ্মী ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস ও অন্যান্য বনাম ব্যাঙ্গালোর বিদ্যুৎ সরবরাহ সংস্থা লিমিটেড এমএএনইউ/কেএ/৫৯২৫/২০২২, রিপোর্ট করা হয়েছে

(iii) প্র্যাক্সায়ার ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড বনাম কেন্দ্রীয় ভিজিলেন্স কমিশনার ও অন্যান্যরা, ২০২২ এস. সি. সি অনলাইন ক্যাল ৪৬৬-এ রিপোর্ট করেছেন।

(iv) শ্রী দুর্গা এন্টারপ্রাইজ বনাম প্রধান কমিশনার, ব্রুহাত বেঙ্গালুরু মহানগর পালিকা ও অন্যান্য, এমএএনইউ/কেএ/১ ১৬২/২০২২ রিপোর্ট করেছেন

১৪. পূর্বোক্ত রায়ের উপর নির্ভর করে জনাব মুখার্জি দাখিল করেছেন যে যেহেতু আপীলকারীরা টেন্ডার প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করেননি, তাই তাদের চ্যালেঞ্জ করার অধিকার নেই। শ্রী মুখার্জী আরও জমা দিয়েছেন

যে সফল দরদাতার পক্ষে কার্যাদেশ জারি করা হয়েছিল, যথা, ইউনিভার্সাল এবং ইউনিভার্সাল ইতিমধ্যে চুক্তির একটি উল্লেখযোগ্য অংশ সম্পাদন করেছে।

১৫. ইউনিভার্সালের পক্ষে উপস্থিত হয়ে, বিদ্বান উকিল, শ্রীমতী নোয়েল ব্যানার্জি, বর্তমান রিট পিটিশন বজায় রাখার জন্য আপিলকারীদের লোকাস স্ট্যান্ডিকেও / মামলা করার অধিকারকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন। শিক্ষিত উকিল নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তগুলির উপর নির্ভর করেছিলেনঃ-

(i) ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটি অফ ইন্ডিয়া বনাম গোয়ালিয়র ঝাঁসি এক্সপ্রেসওয়ে লিমিটেড পরিচালকের মাধ্যমে, (২০১৮) ৮ এসসিসি ২৪৩ -তে রিপোর্ট করা হয়েছে

(ii) এ. এম. ইউসুফ বনাম মুম্বাই মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন ও অন্যান্যরা রিপোর্ট করেছেন২০০৮ সালে এস. সি. সি অনলাইন বম ১১৮৬

১৬. এরপর শ্রীমতী ব্যানার্জি দাখিল করেন যে দরপত্রের সাথে প্রাসঙ্গিক নথি জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে, দরদাতারা এই ধরনের নথি জমা দিয়েছেন কিনা অথবা কলকাতা পৌরসংস্থা অন্য কোথাও থেকে এই ধরনের নথি পেয়েছে কিনা, তার অতীত রেকর্ড সহ, তা অপ্রাসঙ্গিক। অধিকন্তু, দরপত্র নথির ৩ নং ধারায় বলা হয়েছে যে দরপত্রদাতার অযোগ্যতা কেবলমাত্র বিধিবদ্ধ নথি জমা না দেওয়ার জন্যই প্রযোজ্য হবে। আপিলকারীরা যে নথিপত্র দরপত্রদাতাদের দ্বারা জমা দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ করেছেন সেগুলি অ-বিধিবদ্ধ নথি। দরপত্র নিজেই বিধিবদ্ধ নথিগুলিকে সংজ্ঞায়িত করে।

১৭. পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থ বিভাগ কর্তৃক জারি করা ৭ জুন, ২০২২ তারিখের বিজ্ঞপ্তির ৩(ঘ) ধারা উল্লেখ করে, শ্রীমতী ব্যানার্জি দাখিল করেন যে উক্ত ধারায় বলা হয়েছে যে যদি কোনও দরপত্রদাতার দ্বারা জমা দেওয়া নথিতে কোনও ঘাটতি থাকে, তাহলে তাকে ঘাটতি ব্যাখ্যা করার এবং তা সংশোধন করার সুযোগ দেওয়া হবে। সেই বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছে যে দরপত্রদাতার সংখ্যা তিনজনের কম হলে নতুন দরপত্র জারি করা হবে। বর্তমান মামলার তথ্যে এমন কোনও ঘটনা ঘটেনি।

১৮. শ্রীমতী ব্যানার্জি তখন এনআইটি-এর প্রকরণ ৩-এর রেফারেন্স দিয়ে জমা দেন যে, একজন দরদাতা যোগ্য কিনা তা নির্ধারণ করার চূড়ান্ত কর্তৃপক্ষ হল কেএমসি। বর্তমান ক্ষেত্রে কেএমসি দরদাতাদের জমা দেওয়া নথিতে সন্তুষ্ট ছিল।

১৯. শ্রীমতী ব্যানার্জি অবশেষে ইউফ্লেক লিমিটেড বনাম তামিলনাড়ু সরকার এবং অন্যান্যদের (২০২২) ১ এস. সি. সি. ১৬৫ এবং বিশেষ করে অনুচ্ছেদ ১,২,৩ এবং ৪৯-এ রিপোর্ট করা মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করেছেন রিপোর্ট করা রায়টি নিম্নরূপ:-

> “১. অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপে সরকারের বর্ধিত ভূমিকা এবং অর্থনৈতিক 'উদারতা' দেওয়ার সংশ্লিষ্ট ক্ষমতা তৈরি করার ভিত্তি ছিল যা সাধারণত 'টেন্ডার এখতিয়ার' নামে পরিচিত। উদ্দেশ্য ছিল বৃহত্তর স্বচ্ছতা এবং ফলস্বরূপ কোনও ক্ষুব্ধ পক্ষের ভারতীয় সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে হাইকোর্টের এখতিয়ার আহ্বান করার অধিকার থাকা (এরপরে 'সংবিধান' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে, নাগরিক এখতিয়ারের অধীনে চুক্তিগত অধিকারের কঠোর প্রয়োগের বিষয়ের বাইরে। তবে, আজকের বাস্তবতা হল যে প্রায় কোনও টেন্ডারই অবিসংবাদিত থাকে না। টেন্ডারে অংশ না নেওয়া ব্যর্থ পক্ষ বা পক্ষগুলি সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে হাইকোর্টের এখতিয়ার আহ্বান করতে চায়। জনস্বার্থ মামলা ('পি. আই. এল') এখতিয়ারও একই উদ্দেশ্যের দিকে আহ্বান করা হয়, একটি দিক

সাধারণত আদালত দ্বারা বাধা দেওয়া হয় কারণ এটি বিশুদ্ধভাবে চুক্তিভিত্তিক বিষয়ে স্থানান্তরিত মামলা মোকদ্দমার কারণ হয়।

২. এই ধরনের চুক্তিবদ্ধ বিষয়গুলির বিচারিক পর্যালোচনার নিজস্ব সীমাবদ্ধতা রয়েছে। প্রশাসনিক পদক্ষেপের বিচারিক পর্যালোচনার প্রেক্ষাপটে এই আদালত মতামত দিয়েছে যে এটি স্বেচ্ছাচারিতা, অযৌক্তিকতা, অযৌক্তিকতা, পক্ষপাতিত্ব এবং দুর্বোধ্যতা রোধ করার উদ্দেশ্যে করা হয়েছে। উদ্দেশ্য হল সিদ্ধান্তের পছন্দটি আইনত করা হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করা এবং সিদ্ধান্তের পছন্দটি সঠিক কিনা তা পরীক্ষা করা নয়। দরপত্র মূল্যায়ন এবং চুক্তি প্রদানের ক্ষেত্রে পক্ষগুলিকে বাণিজ্যিক বিচক্ষণতার নীতি দ্বারা পরিচালিত হতে হবে। সেই পরিমাণে, সমতা এবং প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতিগুলি দূরে থাকতে হবে।

৩. আমরা এই সত্যটি উপেক্ষা করতে পারি না যে কোনও অভিযোগকারী দরপত্রদাতা বা ঠিকাদার সর্বদা দেওয়ানি আদালতে ক্ষতিপূরণ চাইতে পারে এবং এইভাবে, "কাল্পনিক অভিযোগ, আহত গর্ব এবং ব্যবসায়িক প্রতিদ্বন্দ্বিতা সহ ব্যর্থ দরপত্রদাতাদের প্রচেষ্টা, কিছু প্রযুক্তিগত/পদ্ধতিগত লঙ্ঘন বা নিজের প্রতি পক্ষপাতের পাহাড় থেকে পাহাড় তৈরি করা এবং বিচারিক পর্যালোচনার ক্ষমতা প্রয়োগ করে হস্তক্ষেপ করতে আদালতকে প্ররোচিত করা, প্রতিরোধ করা উচিত।

৪৯. এখন তিনজন দরদাতা বা তিনজনের বেশি দরদাতাদের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে আসা যাক, প্রকৃত অবস্থান হল যে তিনজন দরদাতা ছিলেন এবং তাদের মধ্যে একজন প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্যগুলি পূরণ করেছিলেন কিন্তু এনআইটির ৪র্থ অংশের অধীনে আর্থিক সমস্যা এবং লেনদেনে আর সফল হননি। পুরো দরপত্র প্রক্রিয়া বাতিল করার জন্য এটি ব্যবহার করা যাবে না। আমরা এমন একটি প্রকৃতির দরপত্র নিয়ে কাজ করছি যেখানে শূন্যস্থান থাকতে পারে না। যদি প্রয়োজন চেয়ে কম অংশগ্রহণ

থাকে, এটি বলা যায় না যে কার্যত দরপত্রের শর্তাবলী একটি ডি. ও. এস. এ অনুসরণ করেছে, এবং কোনওভাবে একটি পক্ষকে দরপত্র দেওয়ার জন্য। বিভিন্ন রাজ্যের অনেক দরপত্রে একই ধরনের শর্ত নির্ধারণ করা হয়েছে এবং পরবর্তী দলগুলিও ভিন্ন ভিন্ন হয়েছে। সন্দেহ নেই, আমাদের আগে দুটি সফল পক্ষের সাফল্যের হার অবশ্যই বেশি, তবে আমরা বুঝতে পারি না যে এটি কীভাবে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর ভিত্তি তৈরি করতে পারে যে অন্য লোকদের দরপত্র পেতে দেওয়ার জন্য কিছু করতে হবে।যদি কেউ বলে, তাহলে এটি একটি ডি. ও. এস. এ-তে পরিণত হবে যাতে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক দল টেন্ডারে সফল না হয়, তবে অন্যান্য পক্ষ যারা আদালতের কাছে যেতে থাকে তাদের অবশ্যই পাইয়ের কিছু অংশ পেতে হবে। এটি উদ্দেশ্য হতে পারে না।"

২০. পরিশেষে, শ্রীমতী ব্যানার্জি দাখিল করেন যে, যদি আপিলকারীদের টেন্ডার নথির কোনও শর্তাবলী সম্পর্কে কোনও সমস্যা থাকে, তাহলে তারা প্রাক-নিলাম সভায় তা স্পষ্ট করে জানাতে পারতেন। NIT-এর ধারা ২৮ অনুসারে এই সভাটি যথাযথভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছিল, যার ফলে প্রাক-বিড সভাটি ০৩.০৪.২০২৩ তারিখে দুপুর ১টায় নিয়ন্ত্রক অফ স্টোরস এবং পারচেজ চেম্বারে অনুষ্ঠিত হবে এবং আগ্রহী সকল অংশগ্রহণকারীদের যেকোনো প্রশ্ন বা তথ্যের জন্য সভায় উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। যদি কোনও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন/তথ্য থাকে, তাহলে প্রাক-নিলাম সভা চলাকালীন লিখিতভাবে জমা দিতে হবে। তবে, আপিলকারীরা এই ধরনের সভায় উপস্থিত হননি।

২১. আমি উভয় পক্ষের প্রতিদ্বন্দ্বী যুক্তির প্রতি আমার উদ্বেগজনক বিবেচনার কথা বলেছি।

২২. প্রথমত, রিট অনুশীলনে আদালতের হস্তক্ষেপের সুযোগ দরপত্র সংক্রান্ত বিষয়ে এখতিয়ার অত্যন্ত সীমিত।দরপত্রের শর্তাবলী

যথাযথ কিনা তা নিয়ে রিট আদালত রায়ে বসবে না।। দরপত্র আহ্বানকারী কর্তৃপক্ষের উপর নির্ভর করে তার বিচক্ষণতা এবং বাণিজ্যিক বিচক্ষণতার ভিত্তিতে শর্তাবলী নির্ধারণ করা। তবে, শর্তাবলী কোনও নির্দিষ্ট পক্ষের পক্ষে এমন হতে পারে না। সাধারণভাবে বলতে গেলে, সরকার নাগরিকদের সাথে চুক্তি করতে স্বাধীন। তবে, সরকার নির্বিচারে বা জনস্বার্থের বিপরীতে কাজ করতে পারে না। এটি একই রকম অবস্থানে থাকা ব্যক্তিদের মধ্যেও বৈষম্য করতে পারে না। উপরে উল্লিখিত মনার্ক ইনফ্রাস্ট্রাকচার (পি) লিমিটেডের ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্ট যেমন পর্যবেক্ষণ করেছে, সরকারের পক্ষে দরপত্রের সর্বোচ্চ দরপত্রও প্রত্যাখ্যান করার সুযোগ রয়েছে, যেখানে এই ধরনের প্রত্যাখ্যান স্বেচ্ছাচারী বা অযৌক্তিক নয় বা বৈধ ও সঙ্গত কারণে জনস্বার্থে নয়। সংক্ষেপে, আদালত সরকার বা কোনও সরকারি কর্তৃপক্ষের প্রশাসনিক পদক্ষেপের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবে না, যদি না এই ধরনের পদক্ষেপ নির্বিচারে বা বৈষম্যমূলক হয় বা গৃহীত নীতির উদ্দেশ্যের সাথে কোনও যোগসূত্র না থাকে যা তারা অর্জন করতে চায় বা খারাপভাবে চায়।

২৩. আবেদনকারী বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিষয় দরপত্র প্রক্রিয়াটিকে আক্রমণ করার চেষ্টা করেছেন। প্রশ্ন হল, যে আবেদনকারীরা দরপত্র প্রক্রিয়ায় অংশ নেননি, তাদের কি এই প্রক্রিয়াটিকে চ্যালেঞ্জ করার অনুমতি দেওয়া উচিত? উত্তরটি অবশ্যই নেতিবাচক হতে হবে। এই বিষয়ে আইন ভালভাবে নিষ্পত্তি হয়েছে।

২৪. সুবীর ঘোষ বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ও অন্যান্যরা, উপরে উল্লিখিত ক্ষেত্রে, এই আদালতের একজন বিদ্বান বিচারক একটি দরপত্র প্রক্রিয়াকে চ্যালেঞ্জ করে একটি রিট পিটিশন মঞ্জুর করেছিলেন যদিও রিট আবেদনকারী এই প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী ছিলেন না। আপিলে বিষয়টি বহন করা হচ্ছে, একটি সমন্বিত বেঞ্চ নিম্নরূপ রায় দিয়েছেঃ-

"৫. এটা সম্ভব যে একজন সম্ভাব্য দরদাতা দরপত্রের শর্তাবলী খুঁজে পান নথিগুলি অন্যায্য বা অবৈধ এবং একই চ্যালেঞ্জ করে; কিন্তু এই ধরনের চ্যালেঞ্জ

দরপত্র জমা দেওয়ার সময় শেষ হওয়ার আগেই হতে হবে। যাই হোক না কেন, যদি দরপত্রের নথিতে থাকা অবৈধ বা অন্যায্য ভিত্তিতে দরপত্রটি নিক্ষেপ করা হয়, তবুও একটি চ্যালেঞ্জ তৈরি করা যেতে পারে। কিন্তু যে ব্যক্তি দরপত্র প্রক্রিয়ায় মোটেও অংশ নেননি তিনি যে কোনও ভিত্তিতে দরপত্রের শর্তগুলিকে চ্যালেঞ্জ করতে পারবেন না। ১৫ই জানুয়ারি, ২০২০-র বিতর্কিত আদেশ পাস করার সময় এই বিষয়টির স্বীকৃত দিকটি একক বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেনি।

২৫. প্র্যাক্সএয়ার ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেডের ক্ষেত্রে, এই আদালতের একজন বিশিষ্ট একক বিচারক, উপরে উল্লিখিত সুবীর ঘোষের ক্ষেত্রে এবং উপরের জাতীয় মহাসড়ক কর্তৃপক্ষের ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্ত অনুসরণ করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, যে পক্ষ দরপত্র আহ্বানের নোটিশের জবাবে দরপত্রও দেয়নি, তার এই দরপত্র প্রক্রিয়াকে চ্যালেঞ্জ করার কোনও অধিকার নেই। মহালক্ষ্মী ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস ও অন্যান্যরা বনাম ব্যাঙ্গালোর ইলেক্ট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড, উপরে, ক্ষেত্রে কর্ণাটক হাইকোর্টের একজন বিজ্ঞ বিচারক, উপরের ভারতীয় জাতীয় মহাসড়ক কর্তৃপক্ষের সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্ত এবং উপরের সুবীর ঘোষ মামলার এই আদালতের একটি ডিভিশন বেঞ্চের সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করার পর বলেন যে, "শুধুমাত্র একজন অংশগ্রহণকারী দরপত্র নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারেন, আবেদনকারীদের দ্বারা উত্থাপিত চ্যালেঞ্জ যারা বিষয় দরপত্রে অংশগ্রহণকারী নয়, এইভাবে কমে যাবে।"

২৬. উপরের ভারতীয় জাতীয় মহাসড়ক কর্তৃপক্ষের ক্ষেত্রে, আপিলকারীর পক্ষ থেকে সুপ্রিম কোর্টের সামনে যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে কোনও ব্যক্তি বা সত্তা যিনি দরপত্র প্রক্রিয়া থেকে বেরিয়ে এসেছেন বা দরপত্রের নথির শর্তাবলী মেনে চলতে ব্যর্থ হয়েছেন তিনি কোনও অধিকার অর্জন করতে পারবেন না বা এই ধরনের দরপত্র প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে সুদ অনেক কম, কার্যকরী দাবি।

এই ধরনের আবেদন গ্রহণ করে, আপিল মঞ্জুর করার সময়, সুপ্রিম কোর্ট রিপোর্ট করা রায়ের ২০ অনুচ্ছেদে নিম্নরূপ মন্তব্য করেছেঃ-

"২০. উত্তরদাতা (দাবিদার) দ্বারা দাবি করা ত্রাণ বিবেচনা করার সময়, দরপত্র প্রক্রিয়া পরিচালনাকারী নীতির উপর ভিত্তি করে পরীক্ষা করা উচিত ছিল, বিশেষত যখন দরপত্র নথির বৈধতা ইস্যু করা হয়নি বা কোনও উপযুক্ত ফোরামের সামনে চ্যালেঞ্জ করা হয়নি। দরপত্রের নথির শর্তাবলী অনুসারে, যেমনটি ইতিমধ্যেই উপরের ১০ অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে, কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই যে এল-১-এর দরপত্রের সঙ্গে মিল রাখার বা আরওএফআর প্রয়োগ করার জন্য দাবিদার (উত্তরদাতা)-এর অধিকার তখনই কার্যকর হবে যখন আগ্রহী পক্ষগুলির কাছ থেকে দরপত্র আহ্বানের বিজ্ঞপ্তি অনুসারে দরপত্র প্রক্রিয়ায় উত্তরদাতা অংশগ্রহণ করবেন। দরপত্র প্রক্রিয়ার উদ্দেশ্য কেবল একটি স্বচ্ছ প্রক্রিয়া মেনে চলা নয়, প্রতিযোগিতাকে উৎসাহিত করা এবং সমস্ত দরদাতাদের ন্যায্য প্রস্তাব বা অর্থের মূল্য পাওয়ার চূড়ান্ত ফলাফলের সাথে সমান সুযোগ দেওয়া। দরপত্রের নথিতে যোগ্যতার ধারার সরল শব্দ এবং আনুষঙ্গিক শর্তগুলি স্পষ্ট করে দেয় যে, দরপত্র প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের জন্য দরপত্রের স্বাক্ষরিত দরপত্র (কারিগরি ও আর্থিক) জমা দিতে হবে। দরপত্রের নথিতে একটি বিবেচনামূলক ধারার উল্লেখ করা হয়েছে যে, যদি দরপত্র প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে হয়, তা হলে এটি আর. এফ. পি-র ৩ থেকে ৬ ধারার দরপত্রের সমস্ত প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে বলে মনে করা হবে, যেহেতু এটি প্রকল্পের বিদ্যমান ছাড়দাতা, তাই এই ধারাকে ছাড় দেওয়া হয় না। দরপত্র প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী থেকে উত্তরদাতা; বরং

নথির শর্তাবলীর মেয়াদ উত্তরদাতার জন্য দরপত্র প্রক্রিয়ায় অন্যদের সাথে প্রতিক্রিয়াশীল দরদাতা হিসাবে বিবেচিত হওয়া বাধ্যতামূলক করে তোলে। দরপত্র প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে ব্যর্থ হওয়ার পরে এবং আরও বেশি করে, দরপত্রের নথিতে স্পষ্ট শর্ত থাকা সত্ত্বেও, যার বৈধতা চ্যালেঞ্জ করা হয়নি, উত্তরদাতাকে এই যুক্তি দিতে শোনা যায় না যে এটি কোনও অধিকার অর্জন করেছে। শুধুমাত্র দরপত্র বিজ্ঞপ্তি অনুসারে দরপত্র প্রক্রিয়াতে অংশগ্রহণকারী সংস্থাগুলিকে সংশ্লিষ্ট দরপত্র নথির কোনও শর্তাবলী পূরণ না করা বা লঙ্ঘনের বিষয়ে অভিযোগ করার অনুমতি দেওয়া যেতে পারে। যে উত্তরদাতা দরপত্র প্রক্রিয়া থেকে দূরে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, তাঁকে লিখিত এবং সুস্পষ্ট শর্তাবলীর ভিত্তিতে দরপত্র প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী যোগ্য দরদাতাদের অধিকারকে কোনওভাবেই হ্রাস করতে শোনা যাবে না। দরপত্র প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পরে, যদি উত্তরদাতা আইনে অংশগ্রহণ না করতেন, তবে যোগ্য দরদাতাদের জমা দেওয়া প্রস্তাবটি উল্লিখিত শর্তাবলীর ভিত্তিতে বিবেচনা করা প্রয়োজন। সুতরাং, যদি উত্তরদাতার দাবিটি বিষয় দরপত্র নথিতে নির্দিষ্ট শর্তাবলীর ভিত্তিতে কঠোরভাবে বিচার করা হয়, তবে উত্তরদাতার কোনও মামলা নেই।

২৭. এ. এম. ইউসুফের ক্ষেত্রে, উপরে, বোম্বের একটি ডিভিশন বেঞ্চ হাইকোর্ট, রিপোর্ট করা রায়ের ১৫ এবং ১৬ অনুচ্ছেদে, হিসাবে পর্যবেক্ষণ করেছে নিম্নরূপঃ-

“১৫. লোকাস স্ট্যাণ্ডির মতবাদ / { লোকাস স্ট্যান্ডি (Locus Standi) একটি আইনি শব্দ যা কোনো ব্যক্তি বা দলের আদালতে মামলা করার অধিকার বা ক্ষমতা বোঝায়। সহজ ভাষায়, এটি নির্ধারণ করে যে, কোনো ব্যক্তি বা সংস্থা কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে আদালতে মামলা করার জন্য যথেষ্ট আগ্রহ বা অধিকার রাখে কিনা } প্রশাসনিক আইন, চুক্তি আইন এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট আইনে সুপ্রতিষ্ঠিত। কোনও পক্ষপাতদুষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কারণ থাকতে পারে, তবে নির্দিষ্ট শ্রেণীর ক্ষেত্রে কোনও তৃতীয় পক্ষ জনস্বার্থে ব্যবস্থা নিতে সক্ষম হতে পারে যদিও তার ব্যক্তিগত স্বার্থ নাও থাকতে পারে। তবে বর্তমান ক্ষেত্রে, পদক্ষেপের কারণ ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষের কাছে ব্যক্তিগত হবে এবং রিমের ক্ষেত্রে পদক্ষেপের কারণ নয়।যদিও উন্নয়নশীল আইনের পরিপ্রেক্ষিতে লিটমাস টেস্ট নীতি / { **একটি পরীক্ষা যেখানে একটি একক ফ্যাক্টর (যেমন একটি মনোভাব, ঘটনা বা ঘটনা) নির্ধারক।** } কঠোরভাবে প্রয়োগ করা না হয়, তবুও আমাদের পক্ষে এটি ধরে রাখা কঠিন যে দরপত্র প্রক্রিয়ার আবেদনকারী না হয়ে আবেদনকারী মামলার অদ্ভুত তথ্য ও পরিস্থিতিতে বর্তমান রিট পিটিশনটি বজায় রাখতে পারবেন। যেহেতু এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি জনস্বার্থকে সমর্থন করবে না এবং জনসাধারণের অশান্তি এড়াতেও সহায়তা করবে।

১৬. জনস্বার্থের দৃষ্টিকোণ থেকে পরীক্ষা করা হলে, আমরা কোনও দুর্বলতা দেখতে পাই না। কর্পোরেশন ই. এম. ডি জমা বাড়িয়ে বৃহত্তর সুদ রক্ষা করার কথা স্বীকার করেছে। আবেদনকারী তার নিজের ইচ্ছায় দরপত্র প্রক্রিয়ায় অংশ না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে এখন এই পর্যায়ে উল্লিখিত প্রক্রিয়াটিকে চ্যালেঞ্জ করার অনুমতি খুব কমই দেওয়া যেতে পারে। প্রত্যেক সতর্ক মামলাকারীর কাছ থেকে এটি আশা করা হয় বা যার যথাযথ সময়ে আদালতে যাওয়ার অধিকার কার্যকর করা হয়। প্রথমত, আবেদনকারীর কোনও অযৌক্তিক অধিকার নেই এবং দ্বিতীয়ত, আবেদনকারীর অংশগ্রহণ/বিবেচনার অধিকার উপলব্ধ থাকলেও, আবেদনকারী স্বেচ্ছায় তার আচরণ দ্বারা এই অধিকার ত্যাগ করেছেন। আবেদনকারী কেন এই প্রক্রিয়াটি করেননি তার কোনও কারণ উল্লেখ করা হয়নি। দরপত্র প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করুন অথবা উপযুক্ত পর্যায়ে প্রতিবাদ

করুন। যদিও লোকাস স্ট্যান্ডির ধারণাটি তখন থেকে যথেষ্ট পরিবর্তিত হয়েছে, তবুও মৌলিক নিয়মটি হল যে ব্যক্তি বা সরাসরি প্রভাবিত ব্যক্তি হলেন সেই ব্যক্তি যার সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে আদালতের এখতিয়ার আহ্বান করার অধিকার রয়েছে। বিতর্কিত পদক্ষেপ সাধারণত আবেদনকারীর আইনি অধিকারে পরিবর্তন আনতে হবে এবং আরও বিশেষভাবে বিরূপ। আমরা ইতিমধ্যে আলোচনা করেছি যে ১১ * নভেম্বর, ২০০৮ তারিখের সংশোধন দ্বারা প্রভাবিত পরিবর্তন কোনওভাবেই আবেদনকারীদের কোনও পক্ষপাতদুষ্টভাবে প্রভাবিত করে না এবং এটি আবেদনকারীদের দরপত্র প্রক্রিয়াতে অংশ নেওয়ার জন্য একটি ন্যায্য এবং সমান সুযোগ প্রদান করে।আবেদনকারী তার নিজের ইচ্ছামতো সেই সুযোগটি হারিয়ে ফেললে এখন অভিযোগ উত্থাপন করারু অনুমতি দেওয়া যায় না।"

২৮. আমি ইউফ্লেক্স লিমিটেডের ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের রায়ের প্রাসঙ্গিক অংশগুলিও বের করেছি, উপরে, যেখানে মাননীয়া আদালত দরপত্রের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার ক্ষেত্রে সংযম প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছে।

২৯. উপরের বিষয়গুলির পরিপ্রেক্ষিতে, আমি বিবেচনা করছি যে বর্তমান রিট পিটিশনটি সমর্থন যোগ্য নয়।যদিও রিট পিটিশনটি বজায় রাখার জন্য আপিলকারীদের অবস্থানের অভাবের বিষয়টি যোগ্যতার ভিত্তিতে রিট পিটিশনটি খারিজ করে দেওয়া বিদ্বান একক বিচারকের কাছে অনুরোধ করা হয়নি, এটি মূলত আইনের একটি বিষয় এবং আমরা উত্তরদাতাদের আমাদের সামনে সেই বিষয়টি অনুরোধ করার অনুমতি দিয়েছি, যা তারা সফলভাবে করেছে। আমি মনে করি যে বিষয় দরপত্র প্রক্রিয়ায় অংশ না নিয়ে আপিলকারীদের ছিল না লোকাস স্ট্যান্ডি বা দরপত্র প্রক্রিয়া আক্রমণ করার জন্য আইনের অধিকার।

৩০. মামলার যোগ্যতা সম্পর্কে, যদিও আমার কোনও পর্যবেক্ষণ করার প্রয়োজন নেই, তবুও যেহেতু বিজ্ঞ বিচারক যোগ্যতার ভিত্তিতে রিট পিটিশনটি খারিজ করে দিয়েছেন, তাই আমি কয়েকটি শব্দ যোগ করতে চাই। বিদ্বান বিচারক রিট আবেদনকারীদের যুক্তি অস্বীকার করেছেন যে দরদাতাদের দ্বারা জমা দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত নথি তাদের দ্বারা আপলোড করা হয়নি। বিদ্বান বিচারক পর্যবেক্ষণ করেছেন যে কর্পোরেশন ইতিমধ্যে দরদাতাদের দ্বারা জমা দেওয়া নথির একটি ডাটাবেস বজায় রেখেছে। যেহেতু কর্পোরেশনের অন্যান্য দরপত্রের ক্ষেত্রে সফল দরদাতাদের নথি ইতিমধ্যে রেকর্ডে উপলব্ধ ছিল, তাই কর্পোরেশন বিষয় দরপত্রের সাথে সম্পর্কিত সেই নথিগুলির উপর নির্ভর করেছিল।

৩১. আবেদনকারী/রিট আবেদনকারীরা আরও যুক্তি দিয়েছিলেন যে যেহেতু কমপক্ষে তিনজন যোগ্য দরদাতা সেখানে ছিলেন না, তাই একটি নতুন দরপত্র আহ্বান করা উচিত ছিল। আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে দরপত্রটি নাগরিকদের বাড়িতে জল সরবরাহের জন্য বিশুদ্ধকরণের জন্য ক্লোরিন সরবরাহের জন্য ছিল। অন্য কথায়, কেএমসি দ্বারা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পাবলিক ইউটিলিটি পরিষেবা প্রদানের বিষয়ে দরপত্র আহ্বানের বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছিল। এমনকি যদি ধরে নেওয়া হয় যে তিনজনেরও কম দরদাতা ছিলেন যারা প্রযুক্তিগত যোগ্যতার মানদণ্ড পূরণ করেছিলেন, তবে পুরো দরপত্র প্রক্রিয়া বাতিল করার ভিত্তি হওয়া উচিত নয়, যেমনটি উপরের ইউফ্লেক্স লিমিটেডের ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্ট দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়েছিল।দরপত্র প্রক্রিয়াটি অভিযানের মাধ্যমে সম্পন্ন করার প্রয়োজন ছিল। দরপত্র আহ্বানকারী কেএমসি ইউনিভার্সালের প্রযুক্তিগত ও আর্থিক যোগ্যতা এবং শংসাপত্র নিয়ে সন্তুষ্ট ছিল। তদনুসারে, চুক্তিটি ইউনিভার্সালকে দেওয়া হয়েছিল। আমি কেএমসির এই সিদ্ধান্তে কোনও অনিয়ম বা পদ্ধতিগত অনিয়ম খুঁজে পাই না। শেষ এর পরে দরপত্রের কোনও মেয়াদ/শর্ত শিথিল করার কোনও ঘটনা ঘটেনি। দরপত্র জমা দেওয়ার তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে, যাতে ইউনিভার্সাল উপকৃত হয়।

একটি দরপত্র প্রক্রিয়া চ্যালেঞ্জ করার জন্য প্রতিষ্ঠিত ভিত্তিগুলির কোনওটিই আবেদনকারীদের কাছে উপলব্ধ নয়।

৩২. তদনুসারে আপিল এবং সংশ্লিষ্ট আবেদন খারিজ করা হয় এবং খরচ ধরা হয় ২০,০০০/- টাকা।

৩৩. এই রায়ের জরুরী প্রত্যয়িত ওয়েবসাইট কপি, আবেদন করা হলে, সমস্ত প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা মেনে চলা সাপেক্ষে পক্ষগুলিকে সরবরাহ করা হবে।

আমি একমত।

(বিচারপতি অপূর্ব সিনহা রায়**)** **(**বিচারপতি অরিজিৎ ব্যানার্জি**)**

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal